আলমডাঙ্গায় ১ হাজার পিস টেপেন্ডাসহ আটক ১

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে ১ হাজার পিস নেশাদ্রব্য ঔষধ টেপেন্ডাসহ ১ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সোনালী ব্যাংক এলাকা থেকে তাকে আটক করে।

আটকৃত ব্যক্তি কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার সন্তোষপুর গ্রামের মৃত মোবারক হোসেনর ছেলে খোরশেদ আলম।

জানা গেছে, মুন্সিগঞ্জ এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় থানার এসআই আমিনুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স মুন্সিগঞ্জের সোনালী প্রাঙ্গণ থেকে একজনকে সন্দেহ ভাবে আটক করে।

পরে, তার শরীর তল্লাশী করে ১ হাজার পিস টেপেন্ডা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। এই ঘটনায় আটকৃত ব্যক্তি খোরশেদ আলমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

আজ শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

জীবননগর পৌরসভা নির্বাচনে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নৌকা পেলেন রফিক

জীবননগর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেলেন জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওয়ার্ডে তিনবার নির্বাচিত জনপ্রিয় কাউন্সিলর মোঃ রফিকুল ইসলাম রফিক।

গতকাল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়ন পত্রটি দেওয়া হয়। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় জীবননগর পৌর এলাকায় রফিকুল ইসলামের সমর্থকরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন। দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় নেতা কর্মীরা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রকল্পের উপকরণ বিতরণ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় সিআইজি সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন প্রদর্শনীয় উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ডা: গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, “আমরা চাকুরির পিছনে না দৌড়ে নিজের অল্প অর্থের একজন বড় উদ্যোক্তা হতে পারি। শিক্ষিত বেকার না থেকে প্রাণী সম্পদ বিভাগের বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া প্রণোদনার মাধ্যমে সমাজে একজন বড় উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব।

আমাদের দিনের সাথে পাল্লা দিয়ে দুধ, ডিম, মাংসের চাহিদা বাড়ছে। এ চাহিদার কারণেই আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলসহ বিভিন্ন প্রাণী পালন করা হচ্ছে। এসব পালনের জন্য আমাদের সমাজে অনেক তরুণ ও গৃহিনীসহ আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে।

আমরা শিল্প-বাণিজ্য হিসেবে যেভাবে পোষাকসহ বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। একদিন এই বাংলাদেশ থেকে মাছ, মাংস, ডিম রপ্তানি করা হবে। আপনারা চাকুরীর পিছনে না ছুটে একজন সফল উদ্যোক্তা হন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি লিপু মোল্লা, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হোসেন শহিদ সরওয়ার্দী, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার মিঠু, আলমডাঙ্গা থানার তদন্ত কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন স্থানীয় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এম,এ,জি মোস্তফা ফেরদৌসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে আবেদন করেন মতিয়ার রহমান ফারুক। কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী মনোনীত হন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান মেয়র হাসান কাদির গনু।

দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন মতিয়ার রহমান ফারুক।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু মনোনয়ন পাওয়ার পর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মেনে নেননি দলীয় সিদ্ধান্ত। ফলে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ফারুক। হয়েছেন বিদ্রোহী প্রার্থী।

মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাক্চু, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ প্রধান, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, দেখি বাংলার রূপ ও পৌর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম শাখা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাসিম শেখ, প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান, ৬ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি শুভ, যুবলীগ নেতা বাপ্পি, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত, জীবন, অপু, অভি, সুইট, লিমন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় স্কুলছাত্রকে মারধরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ: বাদীকে হুমকি

জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে অভিযোগ তুলে নিতে বাদীকে মারধর ও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর রংপুর গ্রামের ইকরাম হকের ছেলে স্কুল পড়ুয়া রাব্বি হাসান ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন গত সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো।

এ সময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি

হয়। এ সময়, সোলায়মান তার চাচা মহমদ আলির ছেলে সাইমকে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুতর আহত হয়ে।

পরিবারের লোকজন রাব্বিকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের পিতা বাদি হয়ে গত বুধবার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এদিকে, অভিযোগ তুলে নিতে রাব্বিকে গুম ও পরিবারের লোকজনকে প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।

কন্যা শিশুর বাড়ি যাচ্ছে পুলিশের উপহার

চুয়াডাঙ্গায় কন্যা শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার খবর পেলেই শিশুর বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে নতুন পোশাক ও ফুল। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে।
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অন্তত ২৩ পরিবারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে জেলা পুলিশের উপহার।

জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলে দায়িত্বরত এএসআই রজিবুল ইসলাম জানান, গত ১০ জানুয়ারি প্রথম সদ্য ভূমিষ্ট দুই শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশের উপহার পৌঁছে দেয়া হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ২৩ শিশুকে এ উপহার দেয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যতান প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজের একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। পোস্টে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের একটি মোবাইলফোন নম্বর (০১৩২০-১৪৯০৯৮) দিয়ে বলা হয় ‘কন্যাসন্তান জন্ম হলে ফোন করুন,

উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে।’

পুলিশ সুপারের উপহার পেলো কন্যা সন্তানের পরিবার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে উপহার নিয়ে নবজাতকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন পুলিশ সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের নির্দেশে নব্য জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানদের বাড়িতে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকালে দামুড়হুদা উপজেলার সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি কন্যা শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশ সুপারের পক্ষে উপহার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মিলন-পারভিনা দম্পতি ও দলকালক্ষী পুর গ্রামের এনামুল-আসমা খাতুন দম্পতির বাড়িতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার পক্ষে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদুর রহমান পুরস্কার সামগ্রী পৌঁছে দেন।

এসময় এসআই তৌহিদুর রহমান পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তানের পিতা -মাতা কে শোনান। পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তান বোঝা নয় আর্শিবাদ।

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরে সরকারি

গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুরে সরকারি রাস্তার গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে এনায়েতপুর গ্রামের বেল্টুর নির্দেশে তার জমি সংলগ্ন গাছ কাটে শ্রমিকেরা। এ ঘটনায় সরকারি রাস্তার গাছ কাটায় গাছ গুলো পুলিশ হেফাজতে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের বেল্টুর মাঠের জমির পাশে সরকারি রাস্তা। আর ওই রাস্তা জুড়ে সবুজ গাছ। সে তার জমির সামনে থাকা রাস্তার পাশের ৪টি বাবলা গাছ ১০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। এ গাছ গুলো বন বিভাগের মাধ্যমে একটি সংস্থা রোপণ করে। সে সংস্থাটি ভেঙে অস্তিত্বহীন হলে বর্তমানে তা বনবিভাগের আওতাধীন থেকে যায়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, সুযোগ বুঝে বেল্টু তার জমির সামনের বাবলা গাছ গুলো গোপনে বিক্রয় করে। গাছ গুলো এনায়েতপুর গ্রামের কোরবান আলি তিনটি গাছ কেটে বিক্রি করে। শেষ গাছ কাটতেই বাঁধা পড়ে পুলিশের।

দুর্লভপুর ফাঁড়ি পুলিশের আইসি আব্দুল গাফ্ফার বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কেটে ফেলা গাছের অবশিষ্টাংশ উদ্ধার করেছি। জমি মাপের পরেই কে গাছ পাবে সেটা জানা যাবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা পেলেন হাসান কাদির গনু

আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গণভবনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের ওই সভায় পৌরসভা নির্বাচন (চতুর্থ ধাপ) এর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুমোদন দেন শেখ হাসিনা।

এ তালিকায় আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৩ বারের পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

নির্বাচনের মনোনয়ন পাওয়ায় আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার সকল স্তরের নেতাকর্মীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন।

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ জন ও কৃষক লীগের পক্ষ থেকে ১ জন মোট ৮ জন কেন্দ্রীয় ভাবে নমিনেশন পত্র উত্তোলন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাচাই-বাচাই শেষে চুড়ান্ত মনোনয়ন দেন।

জীবননগরে মালচিং পদ্ধতিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে সাফল্য

জীবননগর উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালটিং পদ্ধতিতে ১২ মাসি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে যাদুকারী সাফল্য পেয়েছেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে ইরান প্রবাসী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টুমিয়া। বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক হওয়ায় ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে।

জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী হওয়ায় একজন শিক্ষিত উদ্দোমী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে সফল হয়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ছাড়ায় নিজের পরিশ্রম আর ইউটিউব দেখে শুরু করেন ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ। শুরুটা এলাকার মানুষের কাছে হাস্যকর হলেও গাছে ফল ধরা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আর ও বেশি পরিসরে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এলাকার বেকার যুবকদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত বলে মনে করেন এই তরুন উদ্যোক্তা।

প্রতিটি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ ২০০গ্রাম থেকে ২৫০গ্রাম ওজন হয়ে থাকে, যার বাজার মূল্যে কেজি প্রতি ১২০টাকা থেকে ১৪০টাকা। যদিও

এটি একটি বিদেশী খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপরও বাংলাদেশে এর চাহিদাটাও কম নয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলায় এবার প্রথম ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কৃষকরা এ চাষে ঝুকে পড়েছেন। চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এ উপজেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া। তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া বলেন, দীর্ঘ সময় ইরানে ছিলাম, সেখানে ক্যাপসিক্যাম্প চাষ দেখেছি সেখান থেকে এ চাষের উপর আমার নেশা।

এর পর ইরান থেকে এর বীজ সংগ্রহ করে দেশে এসে বাবার নিকট থেকে ১০কাটা জমি নিয়ে এ চাষটা শুরু করি। প্রথম দিকে এ চাষের কথা বললে এলাকার মানুষ একটু হাসতো।

আর বলতো বিদেশ থেকে এসে কি চাষ করছে। আমি কারও কথায় কোন কর্ণপাত না করে চাষটি শুরু করি। চাষটি যদিও আমাদের এলাকাতে প্রথম যার ফলে এ চাষ সম্বন্ধে তেমন কেউ পরামর্শ দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি ইউটিউব এর সহযোগিতায় আমি এ চাষটি করি। বর্তমানে আমি ২বিঘা জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করেছি এতে আমার খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১০হাজার টাকা আর আমি গত গয়েক দিন আগে ২৮হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছি এবং এখনও গাছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০হাজার টাকার ফল রয়েছে। তবে এটা ১২মাসের ফসল হওয়ায় এ চাষে অল্প খরচে লাভবান হওয়া যায়।

জীবননগর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিমুল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলায় ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ হচ্ছে এবং তরুণ চাষী লাল্টু মিয়া একজন সৎ ও সচেতন চাষী। সে রাসায়নিক মুক্তভাবে জৈব সার এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামীতে অব্যহত থাকবে। কৃষকদের ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে উৎসাহিত করা হলে আমদানী নির্ভরতা কমার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।